দৈনিক ইনকিলাব

168

তারিখ ... NOV. 16.1999

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র রাজনীতি চাঙ্গা হচ্ছে ঃ ছাত্রলীগে কোন্দল ঃ ছাত্রদল রাজপথে

কেমন চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গিয়াস উদ্দিন রিমন ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড নতুন করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ক্যাম্পাসের ভেতরে-বাইরে সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জোরদার করে তোলার চেষ্টা করছে। ছোট বাম ছাত্র সংগঠনগুলোও সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের পদত্যাগের দাবীতে মিছিল-সমাবেশ করছে। আর সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগে আভ্যন্তরীণ কোন্দল আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ছাত্রলীগের নেতৃত্ব কোন্দল ক্রমেই চরম আকার ধারণ করছে। ফলে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অনেকদিন পর অশান্ত হয়ে উঠছে।

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মধুর ক্যানটিন

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি শিক্ষক সমিতি নির্বাচনকে সামনে রেখে জমে উঠেছে। আগামী মাসে (ডিসেম্বর) শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনকে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের নীল দল ও সরকারবিরোধী শিক্ষকদের সাদা দল– উভয়ই এ নির্বাচনকে জাতীয় রাজনীতির উত্তাল প্রেক্ষাপটে উভয়ের জন্য প্রেস্টিজ ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করছে। এই চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে উভয়েই আগেভাগে মাঠে নেমেছে।

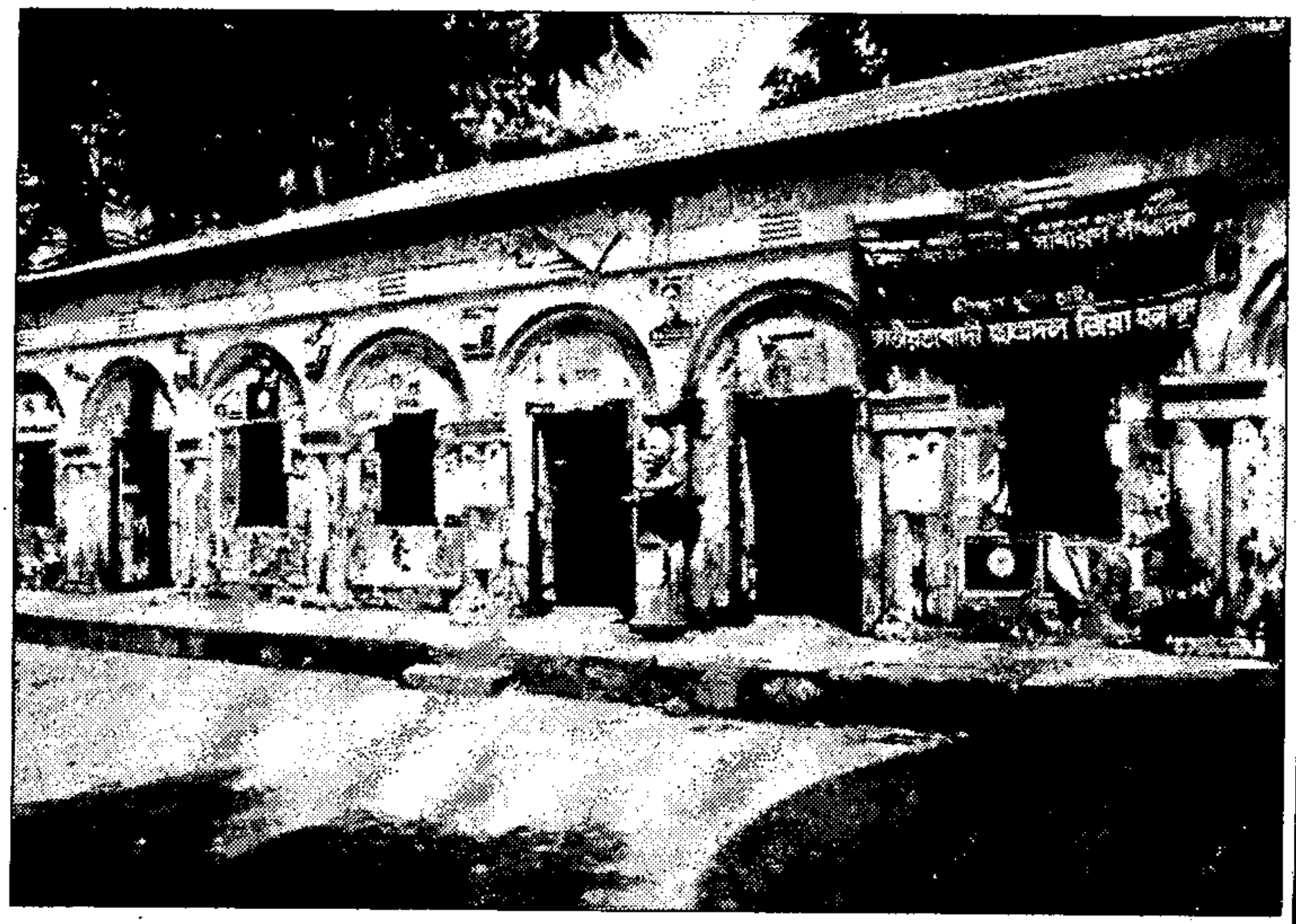

এখন ক্যাম্পাসে সবচেয়ে বেশী আলোচিত বিষয় হচ্ছে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব। গত বছরের ২২ অক্টোবর ছাত্রলীগের সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বাহাদুর বেপারীকে সভাপতি ও অজয় কর খোকনকে সাধারণ সম্পাদক করে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘ এক বছর ধরে ঝুলে থাকে বাকি কমিটি। এক বছরেও কমিটি পূর্ণ হয়নি। কমিটিতে স্থান পাবার আশায় গত এক বছর অনেক নেতা-কর্মী অপেক্ষা করেছেন। এখন তারা হতাশ। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহের সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকরা এক বছর ধরে পদ-পদবীহীন অবস্থায় থেকে বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। তারা কমিটি পূর্ণাঙ্গকরণের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নেতারা তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন, ২২ অক্টোবর বর্তমান কমিটির এক বছর পূর্তিতে নতুন সম্মেলন হবে। সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব আসবে। কমিটিতে তাদের স্থান হবে– এ আশায় তারা অপেক্ষা করেছিলেন। বলা হয়েছিল, সম্মেলন না হলে কমিটির বর্ষপূর্তিতে কমিটি পূর্ণাঙ্গ করা হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। এখন আরও এক বছরের জন্য অপূর্ণাঙ্গ কমিটিই বহাল থাকবে। এমনকি আওয়ামী লীগ সরকার পরিবর্তনের আগে বর্তমান কমিটি আদৌ পরিবর্তন হবে কিনা তা নিয়েও নেতা-কর্মীদের মাঝে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

আর ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থা। হলগুলোতে তারা কোন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারছে না। তারা এখন ডিপার্টমেন্ট কমিটি করে কাজ করার চেষ্টা করছে। তাদের নেতা-কর্মীরা হলে থাকতে পারে না। শহীদুল্লাহ হল থেকে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদককে গত মাসে বের করে দেয়া হয়েছে। এসএম হল ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক খোকন প্রহৃত হয়েছেন ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে। সূর্যসেন হলের কর্মী বেলায়েতকে মারধর করা হয়েছে। ছাত্রদলের মিছিলে কেউ গেলে তাকে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। হরতালে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কোথাও পিকেটিং করতে দেয়া হয় না। পিকেটিং করতে গেলে তাদের ওপর গুলীবর্ষণ করা হয়। এমন অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করছে ক্যাম্পাসে।

ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হলের ডাইনিং ক্যান্টিনে 'ফাও' খায়। টাকা চাইলে দোকানীদের মারধর খেতে হয়। 'সিট পলিটিক্স' নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রলীগের মধ্যম সারির ক্যাডাররা। তাদের অত্যাচারে সাধারণ ছাত্ররা অতিষ্ঠ। ছাত্রলীগের মিছিলে তাদের জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয়। ক্লাস এমনকি পরীক্ষা বাদ দিয়েও মিছিলে যেতে বাধ্য করা হয়। টিভি রুমেও ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য চলে সমান তালে। ক্রিকেটে পাকিস্তান টিমকে সমর্থন করা যায় না। এমনি অবস্থা আর কতদিন চলবে– কেউ জানে না। তবে সকলেই একটা পরিবর্তন চান। পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ক্যাম্পাসবাসী ছাত্র-শিক্ষক, অফিসার-কর্মচারী সবাই প্রতীক্ষায় আছেন।